দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 20 DEC 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... 2 ...

নওগাঁ : মহাদেবপুরের শালবাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খোলা আকাশের নিচে পাঠদান -জনকণ্ঠ

সমস্যায় জর্জরিত মহাদেবপুরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, নওগাঁ, ১৯ ডিসেম্বর । মহাদেবপুর উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পাঠদান কার্যক্রমে নাজুক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষক স্বল্পতা, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাব, ভবন ও শিক্ষা উপকরণ অপ্রতুলসহ নানা কারণে অবহেলার মধ্যে পড়েছে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা রয়েছেন নানা বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের প্রতিযোগিতায়। আর এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে এক শ্রেণির শিক্ষক গড়ে তুলেছেন কোচিং সেন্টার।

সেখানে তারা বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে পাঠদানের নামে চালাচ্ছেন কোচিং বাণিজ্য। অভিযোগ রয়েছে, ওইসব শিক্ষকরা তাদের নিজ কোচিং সেন্টারে পরীক্ষায় ভাল নম্বর দেয়ার কথা বলে পড়তে বাধ্য করছেন ছাত্রছাত্রীদের।

জানা গেছে, ওই উপজেলায় ১৩২ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৬ বেসরকারী রেজিস্টার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ২৯টি কেজি বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ের মধ্যে এ উপজেলায় ৪০ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য এবং সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে ৩৫ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। সরকারী এসব বিদ্যালয়ে অসংখ্য শিক্ষকের পদ শূন্য থাকলেও রাজনৈতিক বিষয়সহ নানা জটিলতার কারণে দীর্ঘদিনেও শূন্য পদগুলো পূরণ হচ্ছে না। এছাড়া অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেই বসার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেঞ্চ। নেই সঙ্গীত, বিতর্ক, নৃত্য, খেলাধুলাসহ বিনোদনের কোন ব্যবস্থা। উপজেলার ৭২নং শালবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, এ বিদ্যালয়টি ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত। তার পরেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি নানা সমস্যায় জর্জরিত। এ বিদ্যালয়ে ৫ বছর ধরে রয়েছে প্রধান শিক্ষকের পদটি শূন্য।

আবার নেই প্রয়োজনীয় ভবন। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর ১৯৬১ সালে একটি পাকা ভবন নির্মাণ করা হয়। ১৯৬১ সালে নির্মিত ওই ভবনটি বিগত ২০০৯ সালে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন স্থানীয় এলজিইডির প্রকৌশলী। ২০১৩ সালের ২৯ এপ্রিল ওই বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ভবনটিতেও ফাটল দেখা দেয়াসহ পিছন দিকে হেলে পড়ায় বিদ্যালয় কক্ষে পাঠদান বন্ধ করে দেয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। ঝুঁকিপূর্ণ এ বিদ্যালয়ের অপর ভবনটিতেও পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়াসহ ভবন অপসারণের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা অধিদফতর এবং স্থানীয় শিক্ষা অফিস ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আবেদন করেন। ওই আবেদনের পর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নির্দেশে স্থানীয় এলজিইডি প্রকৌশলী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ওই ভবনটিও পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন। বর্তমানে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজ উদ্যোগে বাঁশের চাঁটাই দিয়ে টিন সেডের ৩টি কক্ষ নির্মাণ করে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম চালু রেখেছেন। তবে বিদ্যালয়ের সাড়ে ৫শ ছাত্রছাত্রীর পাঠদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না থাকায় খোলা আকাশের নিচেও শিশুদের পাঠদান করাচ্ছেন।

ফলে এ মৌসুমে প্রচন্ড শীতে খোলা আকাশের নিচে পাঠদান করতে গিয়ে বিদ্যালয়টির শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ শিক্ষার্থীরা চরমভাবে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।